দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ০৪ JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

শিশু শিক্ষায় সমস্যা ঃ

# মায়েদের জটলায় মুখর স্কুল প্রাঙ্গণ

ডেইজী মউদুদ

কিন্ডার গার্টেন বা কেজি স্কুলের আক্ষরিক অর্থ হলো শিশুদের বাগান। এই উপমহাদেশে শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলার কুঞ্জে সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিশুবাগের ছাদ ছিল নির্মল আকাশ, ভবন ছিল খোলা প্রান্তর আর স্কুলের ব্যবহারিক সরঞ্জাম ছিল গাছপালা, লতাগুল্ম এবং পত্রপল্লব। সেখানে তিনি শিশুদেরকে সম্পূর্ণ আদর্শ এবং সুস্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার যাবতীয় আয়োজন করেছিলেন। তাঁর এই চিন্তা-চেতনার মধ্যে ঐশ্বর্য ছিল বটে, কিন্তু অর্থের প্রাচুর্য কিংবা প্রতিযোগিতামূলক বাহ্যিক কোন আড়ম্বর সেখানে ছিল না। এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে এক সময়কার বড়ো বড়ো পন্ডিতেরা সেই শান্তির নিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করতে সমবেত হয়েছিলেন। সম্প্রতি আমাদের দেশেও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে অসংখ্য কেজি স্কুল। এসব স্কুলের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া বেশীর ভাগ স্কুলে আমরা আদর্শের কোন ছাপ দেখি না; বরং ব্যবসায়িক এক মনোবৃত্তি এবং অহেতুক নিয়ম-কানুনই যেন সেসব স্কুলে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলসমূহে শিশুর কোমলচিত্তে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা এবং বিদ্যার ঝুলি চাপিয়ে দিয়ে শিশুদেরকে যেন পেষণ যন্ত্রে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে।

কেজি স্কুলের এই ডেউয়ের দোলাচলে আমাদের বর্তমান সমাজের বাবা-মা'দেরও রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে। সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দেয়ার মানসে তাঁরা এসব স্কুলের মোহ মরীচিকার পেছনে দৌড়োচ্ছেন অবিরাম, অনবরত। এই প্রত্যাশায় প্রতিনিয়তই গ্রামাঞ্চলের মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে শহর অভিমুখে। আর এই কালস্রোতের প্রভাব পড়ছে কেজি স্কুলগুলোর ওপর। প্রতিটি স্কুলে আসন সংখ্যা সীমিত ও নির্দিষ্ট থাকার কারণে ভর্তি সমস্যাও দিন দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি শিশুদেরকে স্কুলভিত্তিক পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার বাতিক আমরা কিছু কিছু অভিভাবক মহলে লক্ষ্য করছি। সাম্প্রতিককালের মা-বাবারা তাদের সন্তানদের রেসের ঘোড়া হিসেবে মনে করে স্কুল শুরুর পূর্ব থেকেই তুমুল প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করায়। এই প্রতিযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে শিশুর কোমল প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুর মানসিক, নৈতিক এবং চারিত্রিক গঠন ও বিকাশের দিকেও মায়েদের লক্ষ্য রাখা উচিত। শুধুমাত্র পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়াটাই বড় কথা নয়; শিশুর কথাবার্তায়, চালচলনে বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।

আগের দিনে আমরা দেখেছি শিশুদেরকে নানী-দাদীরা গল্প শোনাতে শোনাতে খেলার ছলে বই-এর সাথে শিশুর প্রাথমিক পরিচয় সম্পন্ন করিয়ে ফেলতেন। একটি শিশুর জীবনের সূচনাপর্বে তাঁরা চাঁদকে 'আয় আয় চাঁদ মামা' সম্বোধন করে প্রকৃতির অপূর্ব উপকরণ চাঁদের সাথে শিশুর মিতালী করিয়ে দিতেন। এই মিতালীর সুর ধরে তাঁরা রূপকথার রাজকুমারের গল্প থেকে শুরু করে ছড়া শেখানো, অক্ষর শেখানোর পর্যায়ে শিশুদের এগিয়ে নিয়ে যেতেন। অথচ এখন শিশুদেরকে একেবারে ছোট বয়স থেকেই প্লে-গ্রুপ, নার্সারী ইত্যাদি ক্লাসে ভর্তি করিয়া দেয়া হচ্ছে। যে শিশুর এখনো খেলার ঘোর কাটেনি, তার উপরও চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে অনাবশ্যক নিয়মানুবর্তিতার বোঝা। এতে করে তার মেধার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কেননা, একটি শিশুর তো পরীক্ষা দেয়ার সময় রয়ে গেছে সারাজীবনই, তবুও কেন জীবনের সূচনালগ্নে তাকে তৈরি হতে হচ্ছে পরীক্ষা দেয়ার জন্য। এই পর্বে কোন কারণে যদি সে অকৃতকার্য হয় বা পরীক্ষায় ফেল করে, তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে পরাজিত মনে করে, ভবিষ্যতের যে কোন প্রতিযোগিতার জন্য সে মানসিকভাবে হয়ে পড়ে দুর্বল। কাজেই এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা বন্ধ করে শিশুর স্বপ্রতিভা যাচাই করে সাধারণ মৌখিক পরীক্ষা বা আই.কিউ (বুদ্ধাঙ্ক) যাচাই-এর ব্যবস্থা করাটাই সমীচীন হতো। তবে কেজি স্কুলগুলোর প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় পশ্চাৎমুখীনতা, অনিয়ম এবং উদাসীনতাও দায়ী বহুলাংশে।

প্রতিদিন বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে গিয়ে বর্তমানে মায়েদের ব্যস্ততার সীমা থাকে না। খুব ভোরে বাচ্চাকে ঘুম থেকে তুলে আধো ঘুম আধো জাগরণে তাকে তৈরি করতে হয় স্কুলের জন্য। স্কুলের পোশাক পরিয়ে, যাবতীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম নিয়ে প্রায় মাকে বাচ্চা নিয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনার চিত্র এখন নিত্য-নৈমিত্তিক। তবে উচ্চবিত্ত পরিবারে এর চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের মায়েরা বাচ্চাকে স্কুলে নিতে গিয়ে শরিক হয় এক বিশেষ আড্ডায়। সাধারণ গৃহিণী মায়েরাই এই আড্ডার প্রধান সদস্য কিংবা অংশগ্রহণকারিণী। যাদের সময় কাটানোর অন্য কোন সুযোগ কিংবা অবকাশ নেই তারাই এই আড্ডাকে জীবনের বাড়তি আনন্দ হিসেবে বেছে নেয়। এসব আড্ডায় ফিল্ম থেকে শুরু করে স্বামীর প্রমোশন, শাড়ী, গয়না থেকে শুরু করে কারো দেবরের বিয়ে অথবা ননদের ডিভোর্স প্রসঙ্গ পর্যন্ত গড়ায়। তবে পরনিন্দা কিংবা পরচর্চায়ই এই আড্ডার প্রধান বিষয়বস্তু থাকে। এতে হয়তো কারো বড় ধরনের কোন ক্ষতি হচ্ছে না, তবে যে কোন একটা নেগেটিভ বিষয়কে এ-কান থেকে ও-কান করতেই তারা এক ধরনের মজা পেয়ে থাকেন। নিত্যনতুন মহিলাদের সাথে সখ্যতা কিংবা সংস্পর্শ, চলন-বলনের অনুসরণ, পোশাক-আশাকের অনুকরণ ইত্যাদিও এই আড্ডায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে এমনও দেখা গেছে যে, এসব স্কুল প্রাঙ্গণে গল্প করা মায়েরা বছরে বেশ কয়েকটা উলের সোয়েটার বুনে ফেলেছেন, বাড়ন্ত ধরনের সেলাই, অতি সাম্প্রতিক কোন নক্সা কিংবা ডিজাইন, হালের ফ্যাশন ইত্যাদি নিয়ে বেশ রসালো আলোচনার ঝড়ও তুলেন কোন কোন মহিলা। আবার সব মা'ই যে এই আড্ডার সদস্য তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মায়েরা বাচ্চাদের স্কুলে আনা-নেয়ার এই গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছেন শিক্ষিতা ও শক্ত-সামর্থ্য নানী-দাদীদের উপর। এটি লক্ষ্য করা যায় পেশাজীবী মায়েদের ক্ষেত্রে।

আবার কেজি স্কুলের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কেজি স্কুলগুলোর ইতিবাচক ভূমিকাকে স্বীকার করেই বলতে হয়- সেসব স্কুলে পাঠাভ্যাসের পাশাপাশি শিশুদেরকে আনন্দ ও বিনোদন প্রদানের ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান অত্যন্ত দুর্বল। সেই কারণে কেজি স্কুল, ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বেসরকারীকরণের কারণে খরচের অতিমাত্রায় সেসব স্কুলে পড়ানো সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই কেজি স্কুলগুলো হোক সত্যিকারের শিশু গড়ার কেন্দ্র, সেই সাথে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিকে করতে হবে আরো অনেক উন্নত, দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত।